APR. 1 4 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ... ...

প্রশিক্ষণের নামে

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ অপরিসীম। সময়ের চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচিত কম্পিউটার চর্চা ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও যেন অনেকের নিকট অসম্পূর্ণ। দেখা যাইতেছে, ছোট কিংবা বড় যে কোন চাকুরির জন্যই কোন না কোন মাত্রায় কম্পিউটার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ছাত্রছাত্রীরা যে বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারিতেছে, ইহা হইতেছে আশার দিক। এই কারণে শুধু রাজধানী ঢাকাই নয়, দেশের সর্বত্রই কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচুর ভিড় পরিলক্ষিত হয়। ইহার অনেকগুলি বেশ ব্যয়বহুল। শিক্ষার মানও ভাল। আবার কম্পিউটার শিক্ষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহের সুযোগে বেশকিছু সাধারণ কিংবা এমনকি নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও চালু হইয়াছে, যাহাদের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে কেবলই ব্যবসা। চটকদার বিজ্ঞাপন দ্বারা তাহারা ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করে। তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়িয়া তুলিবার বিষয়টি তাহাদের নিকট মুখ্য নয়, শিক্ষার্থীদের হাতে কোনরকমে একটি সার্টিফিকেট ধরাইয়া দিতে পারিলেই হইল। নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় ভূষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহৃত হউক, ইহা কোনভাবেই প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার এসোসিয়েশন নামক প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগই উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন গ্রহণ না করিয়াই ৯টি বিষয়ে উচ্চতর কোর্স চালু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সার্টিফিকেট প্রদানসহ দুর্নীতি ও অনিয়মের বিভিন্ন অভিযোগে সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটির অফিস সিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসির নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। সদ্য বিদায়ী সরকারের সহিত ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতার কারণে নিয়মকানুন উপেক্ষিত হইলেও প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং সার্টিফিকেট প্রদানে সমস্যা হয় নাই, এমন ধারণা অসঙ্গত নয়। তবে পূর্ববর্তী সরকারের আমলে চালু হইয়াছে, কেবল এই কারণে যেন প্রতিষ্ঠানটি অনিশ্চয়তায় নিপতিত না হয়। বর্তমানে যে সকল ছাত্রছাত্রীর প্রশিক্ষণ চলিতেছে, উহা চালু রাখিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। প্রশিক্ষণ কারিকুলাম এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হইতেছে কিনা, সেই বিষয়টিও খতাইয়া দেখা উচিত। কম্পিউটার শিক্ষার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ভাঙ্গাইয়া এবং সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করিয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান খুলিয়া বসা সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশের বৃহত্তম এই প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো সুবিধা এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর মেধা কাজে লাগাইতে কাহারও আপত্তি থাকিবার কথা নয়। এই জন্য কর্তৃপক্ষকেই উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে। অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ও এই ধরনের উদ্যোগ বিবেচনা করিতে পারে। তবে সবকিছু হওয়া চাই স্বচ্ছতার ভিত্তিতে। অন্যায়-অনিয়ম প্রশ্রয় পাইলে শেষ পর্যন্ত খেসারত দিতে হয় শিক্ষার্থীদেরকেই, এই অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতা তো ঝুলিতে কম জমা হইতেছে না।